পূর্ব ভারতে প্রথম ফার্নিচার এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার খুলল ফ্লিপকার্ট

- *কলকাতার ইমামি সিটিতে প্রদর্শিত হচ্ছে ফার্নিসিওরের শংসাপত্র পাওয়া ১১টি ফার্নিচার ব্র্যান্ডের আসবাব। এর মধ্যে রয়েছে হাউজ অফ পতৌদি ও পারফেক্ট হোমসের আসবাব।*
- *ফ্লিপকার্টের অন্যতম ক্রমবর্ধমান বাজারে গ্রাহকদের দেওয়া হচ্ছে 'ছুঁয়ে দেখে অনুভব করা'র সুযোগ*
- *ফ্লিপকার্টের কাছে পূর্ব ভারত হল আসবাবপত্রের গুরুত্বপূর্ণ বাজার। বছরে বছরে এই বাজারের বৃদ্ধির হার ১০০%*

কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ — ভারতে বেড়ে ওঠা ই-কমার্স মার্কেট প্লেস ফ্লিপকার্ট জানাল যে তারা পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় চালু করল তাদের প্রথম ফার্নিচার এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার। পূর্ব ভারতে অন লাইনে আসবাব কেনার অভ্যাস বাড়ছে। সেই বাড়তি চাহিদার যোগান দিতে চায় ফ্লিপকার্ট। এক্সপিরিয়েন্স সেন্টারটি ২,২০০ বর্গফুটের। তৈরি হয়েছে নির্মীয়মান শহর ইমামি সিটিতে ইমামি রিয়েলটির সহযোগিতায়। ফ্লিপকার্টে পাওয়া যায় নান্দনিক ডিজাইনের গুণমানসম্পন্ন আসবাব। সেই বিষয়টি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে তুলতে চায় ফ্লিপকার্ট।

এক্সপিরিয়েন্স সেন্টারে রয়েছে ১১টি ব্র্যান্ডের তৈরি বাড়িঘরে ব্যবহার উপযোগী আসবাব। এই সব ব্র্যান্ডের মধ্যে রয়েছে @হোম বাই নীলকমল, রয়্যাল ওক, হাউজ অফ পতৌদি এবং পারফেক্ট হোমস। এই সেন্টার চালু করার উদ্দেশ্য হল, আগ্রহী গ্রাহকদের আরও বেশি করে দেখার সুযোগ করে দেওয়া।

ফ্লিপকার্টের আসবাবপত্রের বাজার হিসাবে পূর্ব ভারতের গুরুত্ব বাড়ছে। এখানে বছর বছর আসবাবের বাজার বৃদ্ধির হার ১০০%। বাজার এখন বেশি বেশি করে জিজিটাল হচ্ছে, মানুষের হাতে বাড়তি খরচ করার টাকা বেশি থাকছে, অনলাইনে বেছে নেওয়ার মতো আসবাব বেশি পাওয়া যাচ্ছে, সাধ্যমত দাম মেটানোর সুযোগ বাড়ছে, বিনা খরচে ডেলিভারি ও আসবাব ফিটিং করার সুযোগও বাড়ছে। আর এসব কারণেই আসবাবের বাজার এত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভৌগোলিক কারণে ঐতিহ্যগত ভাবে আসাবাবের বাজারে সংগঠিত খুচরো বিক্রির সুযোগ অল্প। ফলে চাপা পড়ে থাকা চাহিদা অনেক বেশি। সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে ওপরের সুবিধাগুলি থাকা অপরিহার্য।

চাহিদা ও যোগানের এই ফাঁকটা ফ্লিপকার্ট বুঝতে পেরেছে। এবং সেই ফাঁক ভরটা করতে চাইছে তাদের সরবরাহের ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করে। গুয়াহাটি, শিলিগুড়ি ও কার্সিয়ং সহ সব প্রধান প্রধান পিনকোড এলাকায় এই সরবরাহ বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।এর ফলে স্থানীয় আসবাব ব্যবসায়ীরাদের সামনেও সর্ব ভারতীয় বাজারে তাদের আসবাব বিক্রির বহু সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এতে স্থানীয় আসবাবের বাজারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আসবাব শিল্পের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে আসবাবের বাজারের আয়তন প্রায় ১৭ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে অনলাইনে বিক্রি হয় মাত্র ৩%। এক্ষেত্রে বৃদ্ধি হচ্ছে ৮০ থেকে ৮৫% সিএজিআর হারে।

অনলাইনে কেনার আগে গ্রাহকেরা আসবার ছুঁয়ে দেখে পরখ করতে চান। সেই ফাঁকটাই ভরাট করতে চায় এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার। বিভিন্ন শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ফ্লিপকার্টের শংসাপত্র পাওয়া আসবাব প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেকারণেই।

ফ্লিপকার্টে ফার্নিচার অ্যান্ড বুকস অ্যান্ড জেনারেল মার্কেনডাইজ—এর ভাইস প্রেসিডেন্ট নিশীথ গর্গ বলেন, *'আমাদের সবসময় নজর থাকে গ্রাহকদের দিকে। কেনার আগে গ্রাহকেরা আসবাব ছুঁয়ে দেখে পরখ করতে চান।*

এই বিষয়টির গুরুত্ব ফ্লিপকার্ট বোঝে। সেকারণেই আমরা পূর্ব ভারতে প্রথম এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার চালু করেছি। পূর্ব ভারত আমাদের কাছে অন্যতম দ্রুত বিকাশমান বাজার। এই এক্সপিরিয়েন্স সেন্টারে আমরা ফ্লিপকার্টে যে অজস্র ধরনের আসবাব পাওয়া যায় তা হাজির করতে চাই। এটা এই অঞ্চলের জন্য আমাদের আরও বিস্তৃত পরিকল্পনার অঙ্গ। বাড়তি চাহিদার যোগান দিতে এই অঞ্চলে আরও বেশি বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।'

ইমামি রিয়েলটির চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার ডক্টর নীতেশ কুমার বলেন, *'কলকাতায় প্রথম ফার্নিচার সেন্টার খোলার কাজে ফ্লিপকার্টের পার্টনার হতে পেরে আমরা খুশি। এতে উপকৃত হবেন কলকাতার গ্রাহকেরা। বাড়ি সাজানোর জন্য তাঁরা সাধ্যমতো দামে ফ্লিপকার্ট থেকে পছন্দের আসবাব কিনতে পারবেন। এতে তাঁরা ই কমার্সের সুযোগ পাবেন। এই সহযোগিতার ফলে গ্রাহকেরা উপকৃত হবেন এই অর্থে যে তাঁরা তাঁদের বাড়ি নিজেদের বেছে নেওয়া স্থায়ী ও বিশ্বস্ত আসবাব দিয়ে সাজাতে পারবেন।'*

এদেশে আজকের দিনে সবচেয়ে দ্রুত বর্ধমান এবং অন্যতম আসবাবের বাজার হল ফ্লিপকার্ট ফার্নিচার। এখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ২ লক্ষের ওপর আসবাব। দেশের ১৬ হাজার পিনকোড এলাকায় এই আসবাব পৌঁছে দেওয়া ও ফিটিং করে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ফ্লিপকার্টের ফার্নিসিওর শংসাপত্র পাওয়া আসবাব গ্রাহকদের দেয় বহুদিন টিকবে এমন ভাল গুণমানের জিনিস কেনার অভিজ্ঞতা। ফ্লিপকার্ট সেই সব আসবাবই প্রদর্শন করার ব্যবস্থা চালু করেছে যেগুলি ল্যাবরেটরিতে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। সেগুলির গুণমান যাতে সর্বোচ্চ হয় তার জন্য ব্যবহার করা হয় সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। টেকসই হওয়া, স্থায়িত্ব এবং প্রভাব, এধরনের গুণসম্পন্ন আসবাব বাড়িতে যাতে ভালভাবে ব্যবহার করা যায়, সেকারণে ফার্নিসিওরের তৈরি পণ্যগুলিকে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়।

ফ্লিপকার্ট গ্রুপ সম্পর্কে

ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ডিজিটাল বাণিজ্য সংস্থা হল ফ্লিপকার্ট গ্রুপ। এই গ্রুপের মধ্যে পড়ে ফ্লিপকার্ট, মিন্ত্রা এবং ফোন পে। ২০০৭ সাল থেকে শুরু করে ফ্লিপকার্ট এদেশের লক্ষ লক্ষ গ্রাহক, বিক্রেতা, ব্যবসায়ী ও ক্ষুদে ব্যবসায়ীকে ভারতের ই কমার্স বিপ্লবের অংশীদার করেছে। ফ্লিপকার্টের নথিভুক্ত গ্রাহকের সংখ্যা ২০০ মিলিয়নের বেশি। সংস্থা বিক্রি করে ৮০টির বেশি ধরনের ১৫০ মিলিয়নের বেশি পণ্য। ভারতে আমরা ই কমার্সের গণতান্ত্রিকীকরণের চেষ্টা চালিয়েছি। লোককে পণ্য কেনার সুযোগ দিয়েছি, সাধ্যের মধ্যে এনে দিয়েছি, গ্রাহকদের খুশি করেছি, লক্ষ লক্ষ কর্ম সংস্থান করেছি, এবং কয়েক প্রজন্মের উদ্যোগপতি ও এমএসএমইদের ক্ষমতাশালী করে তুলেছি। এসবের জেরে অনেক শিল্পকে প্রথম আমরাই উদ্ভাবন করেছি। ক্যাশ অন ডেলিভারি, নো কস্ট ইএমআই, সহজে ফেরত দেওয়া, এই ধরনের পথ প্রদর্শনকারী পরিষেবা সর্বপ্রথম শুরু করেছে ফ্লিপকার্টই। এগুলো হল গ্রাহকভিত্তিক উদ্ভাবন যাতে অনলাইনে কেনা অনেক সহজ হয়েছে এবং তা লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের সাধ্যের মধ্যে এসেছে। অনলাইন ফ্যাশন মার্কেটে মিন্ত্রা এবং জাবংয়ের স্থান বেশ ওপরের দিকে। ফোন পে হল ভারতে সবচেয়ে দ্রুত বর্ধমান ডিজিটাল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম। এই তিন সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফ্লিপকার্ট গ্রুপ প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারতে বাণিজ্যের রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

আরও বিশদে জানতে হলে যোগাযোগ করুন media@flipkart.com